দৈনিক ইনকিলাব

শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈষম্য ও শিক্ষা সমন্বয়ের প্রস্তাব

মোহাম্মদ আতিয়ার রহমান

দেশে দু'ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে- আধুনিক শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষা। এ দ্বিবিধ শিক্ষা ব্যবস্থা বৃটিশ শাসনামল থেকে এ উপমহাদেশে চালু রয়েছে। আধুনিক শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষা জাতীয় শিক্ষাক্রমে দু'দিগন্তের দু'মেরুকরণের শিক্ষা ব্যবস্থা যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে রীতিনীতি ও মন-মানসিকতার এক বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করে চলেছে। দু'সহোদর ভাই যদি একজন আধুনিক শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত হয় এবং অপরজন মাদ্রাসা শিক্ষায় উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করে তাহলে দেখা যায় যে, উভয়ের মধ্যে নীতি-নৈতিকতার ক্ষেত্রে বিরাট ঘাটতি বিরাজ করে। এমনকি সরকারী সুযোগ-সুবিধাদির ক্ষেত্রেও তাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। একদিকে মোল্লা মৌলভী তৈরীর কারখানা, অন্যদিকে আধুনিক শিক্ষিত সমাজ তৈরীর কারখানা। সরকারীভাবে এমনকি জাতীয়ভাবেও অবহেলিত একদল শিক্ষিত সমাজ এবং অন্যদিকে সরকারী ও জাতীয়ভাবে পুরস্কৃত আর একটি শিক্ষিত সমাজ। একদল পার্থিব জীবনে মানবেতর জীবনযাপন করছে অনেকটা সমাজের দয়া-দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করে, পক্ষান্তরে অন্যদল সমাজের সর্বময় কর্ণধার হয়ে সব রকম সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে চলেছে। এই বৈষম্যের কারণ কি? বৈষম্যের মূলে একটাই কারণ সেটা হচ্ছে উভয় শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে প্রযুক্তিগত সঠিক শিক্ষা সমন্বয় না থাকা। অধুনিক শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষার মধ্যে একটা শক্তিশালী সমন্বয় থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। আধুনিক শিক্ষায় যারা শিক্ষা গ্রহণ করে, তাদেরও যেমন ধর্ম বিষয়ে মৌলিক শিক্ষা গ্রহণ করার দরকার আছে, তেমনি ধর্ম বিষয়ে শিক্ষার্থীদেরও আধুনিক শিক্ষার অপরিহার্য বিষয়গুলো নিয়েও পড়াশোনা করার প্রয়োজন আছে।

শিক্ষা কাঠামো ও শ্রেণীবিন্যাস ঃ

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে আধুনিক ও ধর্মীয় শিক্ষার সমন্বয় করতে হবে। শিক্ষাক্রমের প্রথম ১২ বছরকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে। ৬+৬ এভাবেও হতে পারে। বহির্বিশ্বে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী বলতে কোন শিক্ষা শ্রেণী নেই। অথচ আমাদের দেশে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীদ্বয়কে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর ধরা হয়। এ পদ্ধতিকে অবলুপ্ত করে মাধ্যমিক পর্যায়ভুক্ত করে নিতে হবে। প্রাথমিক শ্রেণীগুলোতে শুধুমাত্র আবশ্যিক কিছু বিষয় পাঠ্য তালিকায় থাকবে যেমন মাতৃভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা, আরবী শিক্ষা হিসেবে আরবী সাহিত্য ও ধর্মীয় শিক্ষা, আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ইংরেজী শিক্ষা, পরিবেশ শিক্ষা হিসেবে ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি এবং অঙ্ক। মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রাথমিক শ্রেণীর আবশ্যিক বিষয়গুলো অবিকল থাকবে এবং কিছু ঐচ্ছিক বিষয় থাকবে যার উপর ভিত্তি করে ছাত্ররা পরবর্তী শিক্ষাক্রমে বিভাগ বেছে নিয়ে টেকনিক্যাল শিক্ষা ও সম্মানসহ উচ্চ শিক্ষা নিতে পারবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অন্যান্য অনুষদের মত আরবী সাহিত্য ও ধর্ম বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ অনুষদ থাকবে। উক্ত অনুষদের অধীনে আরবী সাহিত্য ও ধর্ম বিষয়ে সম্মানসহ মাস্টার্স এমনকি গবেষণামূলক উচ্চতর ডিগ্রী নেয়ার সুযোগ থাকবে। ধর্ম বিষয়ে কামিল ক্লাসের বিষয়গুলো নিয়ে ছাত্ররা সম্মানসহ মাস্টার্স করতে পারবে এবং সরকারীভাবে সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিন্যাস ঃ

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে (সরকারী/বেসরকারী) ছাত্র-ছাত্রী একত্রে অধ্যয়ন করতে পারবে। আলাদা আলাদা থাকলেও অসুবিধা নেই। মাধ্যমিক স্কুল, ডিগ্রী কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, এমনকি টেকনিক্যাল কলেজগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আলাদা আলাদা ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়। উভয় শিক্ষার্থীরা সমাজের অর্ধেক অংশ [illegible] শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে উভয় শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করা সরকারে নৈতিক দায়িত্ব। তারা নিজস্ব পরিবেশে স্বাধীনভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। প্রাথমিক অবস্থাসহ শিক্ষা বাধ্যতামূলক না করে ছাত্র-ছাত্রীদের ঐচ্ছিক পছন্দের উপর ছেড়ে দেয়া যেতে পারে। তবে আলাদা পর্যাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকলে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সমমান নিশ্চিত করতে পারলে শিক্ষার্থীদের আলাদাভাবে অধ্যয়ন করতে আপত্তি থাকবে বলে মনে হয় না এবং নিকট ভবিষ্যতে তারা স্বগোত্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বেচ্ছায় শিক্ষা গ্রহণ করতে আগ্রহী হবে- এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এবতেদায়ী মাদ্রাসা-প্রাথমিক বিদ্যালয়, দাখিল ও আলিম মাদ্রাসা-মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ফাজিল মাদ্রাসা-সাধারণ ডিগ্রী কলেজ এবং কামিল মাদ্রাসার বিষয়গুলো সম্পন্নসহ বিশ্ববিদ্যালয়ে সমন্বিত শিক্ষাক্রম হিসেবে অধ্যয়ন করতে পারবে। কওমী মাদ্রাসাসহ অন্যান্য মাদ্রাসা শিক্ষাকেও জাতীয় সমন্বিত শিক্ষাক্রমের আওতায় আনতে হবে। বেকার ও সামাজিক বোঝা সৃষ্টিকারী অসম ও পক্ষপাতমূলক শিক্ষাক্রম একই দেশে চালু থাকতে পারে না। শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন এবং তাই হাবে জাতীয় সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা।

শিক্ষা প্রশাসন

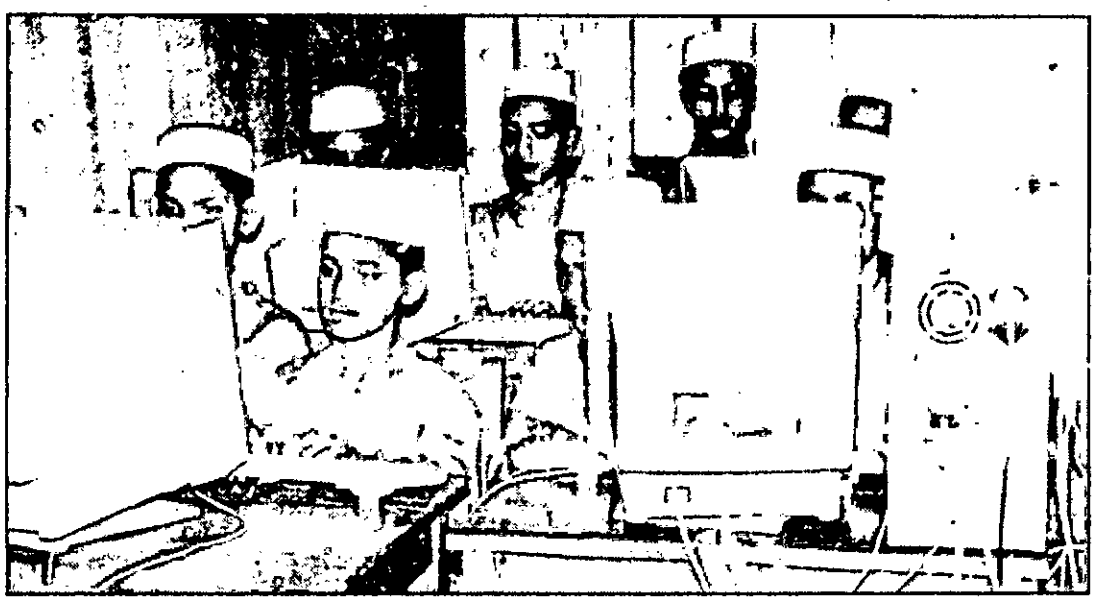

শিক্ষা প্রশাসনকে প্রধানত ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। (১) গণপ্রতিনিধিত্বশীল অংশ- শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা মন্ত্রী প্রধান অংশ (২) আমলা প্রশাসন- যা সর্বোচ্চ সচিব পর্যায় থেকে সর্বনিম্ন জেলা ও থানা শিক্ষা প্রশাসন এবং (৩) একাডেমিক প্রশাসন- যা প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্রশাসন। প্রথম অংশটি অস্থায়ী অংশ। অথচ জাতীয় শিক্ষানীতি নির্ধারণের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে, যা রাজনৈতিক দলীয় ব্যবস্থাধীনে জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়সীমার জন্য দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে। দলীয় নীতির উর্ধ্বে জাতীয় ও ধর্মীয় নীতির ভিত্তিতে সার্বজনীন শিক্ষাক্রম হওয়া উচিত, যা জাতীয় স্বার্থে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারে। জাতীয় শিক্ষানীতি বা শিক্ষাক্রম দলীয় সরকারের খুশি খেয়ালমত যখন তখন পরিবর্তনশীল হওয়া উচিত নয়। দলমত নির্বিশেষে একটি স্থায়ী জাতীয় শিক্ষানীতি থাকা বাঞ্ছনীয়, যে শিক্ষা নীতি যখন তখন পরিবর্তিত হবে না। শিক্ষা ব্যবস্থায় আমলা প্রশাসন শিক্ষার সঠিক মান নিয়ন্ত্রণ করবে। প্রশাসনিক জটিলতায় যেন স্বাভাবিক পাঠ্যক্রম বাধা প্রাপ্ত না হয়। সঠিক মেধা যাচাই এবং উন্নত মেধার পরিচর্যার দায়-দায়িত্ব অবশ্যই প্রশাসনকে নিতে হবে। একাডেমিক প্রশাসন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্রশাসন। শিক্ষার মান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক দায়-দায়িত্ব একাডেমিক প্রশাসনের উপর নির্ভর করে। একাডেমিক মান রক্ষার্থে শিক্ষমণ্ডলী ও প্রশাসনের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা থাকতে হবে। একাডেমিক প্রশাসন দলীয় রাজনীতি প্রভাব মুক্ত থাকতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে নীতিগত অনুশীলন থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। প্রস্তাবিত প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড, মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিজস্ব কেন্দ্রীয় সেল বা কেন্দ্রীয় প্রশাসন থাকতে হবে। কেন্দ্রীয় সেলের নিয়ন্ত্রণে বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রশ্নপত্র তৈরী, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ এবং ফলাফল প্রকাশ এককভাবে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ হতে হবে। শিক্ষাক্রম, সিলেবাস এবং পরীক্ষা কেন্দ্র কেন্দ্রীয় সেলের নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং প্রশ্নপত্রের গোপনীয়তা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং চূড়ান্ত পরীক্ষাসমূহের ফলাফল জাতীয়ভাবে কেন্দ্রীয় সেল প্রকাশ করবে। প্রকৃত মেধা যাচাই মেধার পরিচর্যা ও বিকাশ সাধন নিশ্চিত করাই হবে শিক্ষা প্রশাসনের মিলিত প্রচেষ্টা। সহায়-সম্বলহীন গরীব অথচ মেধাবী ছাত্রের মেধা যেন পয়সার অভাবে অকালে ঝরে না যায়। সরকারের কাছে এটা নাগরিকের মৌলিক অধিকার।

পাঠ্যপুস্তক, নোট বই ও গাইড বই ইত্যাদি ঃ

সরকারী তত্ত্বাবধানে বিষয়ভিত্তিক সব শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হতে হবে। পাঠ্য বইতে এমন কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে না যা জাতীয় ও ধর্মীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতে বিতর্কিত হয় এবং দলীয় রাজনীতির চাপের মুখে সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে যা কর্তন করতে হয় অথবা বর্ধিত করতে হয়। এতে জাতীয় শিক্ষাক্রমের ধারাবাহিকতা বিঘ্নিত হয়। দলমত নির্বিশেষে জাতীয় পাঠ্যক্রম হতে হবে সার্বজনীন, সময়োপযোগী, কল্যাণমুখী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমুখী এবং সর্বোপরি ধর্মীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতে উন্নত চরিত্র গঠনের শিক্ষা উপহার। শাখা, বিভাগ ও বিষয়ভিত্তিক বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের নেতৃত্বে ও তত্ত্বাবধানে বিষয় সমৃদ্ধ পাঠ্যবই রচনা করতে হবে। পাঠ্যবই-এর বিকল্প কোন সাহায্যকারী বই যেমন নোট বই বা গাইড বই কোনভাবেই প্রণীত হতে পারবে না। জরুরী ভিত্তিতে কোন কোন বিষয়ের ব্যাখ্যা স্বরূপ অথবা ছাত্রদের সহজবোধ্য হওয়ার জন্য পাঠ্যবই বোর্ড অথবা সরকারী পাঠ্যবই প্রণয়নকারী সংস্থা থেকে বিশেষ ধরনের নোট বই প্রকাশ করা যেতে পারে। অন্যথায় ব্যক্তি পর্যায়ে অথবা প্রাইভেট গোষ্ঠীর মাধ্যমে কোন প্রকার নোট বই বা গাইড বই প্রকাশ করতে দেয়া যাবে না। শিক্ষকই হবেন ছাত্রদের একমাত্র নির্ভরশীল অর্থাৎ প্রকৃত গাইড। নোট অনুসরণ করতে হলে একমাত্র শিক্ষকের দেয়া শ্রেণীকক্ষের নোট অনুসরণ করতে হবে। এতে শিক্ষকের নিজস্ব মেধা অনুশীলনের ক্ষেত্র প্রশস্ত থাকবে এবং ছাত্ররাও তাদের স্ব-স্ব মেধা চর্চার সুযোগ পাবে ও নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক গঠন ও শিক্ষকের দেয়া ক্লাস নোট চর্চার সুযোগ অবারিত থাকবে।

ধর্মীয় শিক্ষার সাথে আধুনিক ভাষা ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা ইতোমধ্যেই কিছু কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুরু হয়েছে

রাজনীতি তথা ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতি এবং ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক

বর্তমান অশান্ত শিক্ষাঙ্গনের মূল কারণ হিসেবে দলীয় রাজনীতির সমর্থনপুষ্ট সক্রিয় ছাত্র-শিক্ষক রাজনৈতিক তৎপরতাকে আমি মূল কারণ বলে মনে করি। প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক হিসেবে প্রত্যেক সচেতন ব্যক্তির রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার অধিকার আছে। ছাত্র-শিক্ষক দেশের সচেতন নাগরিক। সুতরাং তাদেরও রাজনীতিতে অংশ নেয়ার প্রয়োজন আছে। দু'ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা যায়- সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়ভাবে। সুতরাং ছাত্র-শিক্ষক দলীয় রাজনীতিতে নিষ্ক্রিয় সমর্থক হিসেবে ভূমিকা পালন করলে এক ঢিলে দু'পাখীই মারা যায়। নাগিরক অধিকারও বজায় থাকে এবং শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতাও নিশ্চিত থাকে। প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার বয়সসীমা ধরা হয়েছে ১৮ বছর। মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপন পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা উল্লেখিত বয়োসীমার মধ্যেই সাধারণত সীমাবদ্ধ থাকে। কাজেই মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপন পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় কোনভাবেই দলীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া উচিত নয়। সর্বোপরি বিশ্বের অন্যান্য দেশের দলীয় রাজনীতির সাথে ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতির ধারা বা সম্পর্ক কিরূপ তা বিশ্লেষণ করে তার থেকে প্রত্যক্ষ শিক্ষা নেয়া যেতে পারে। মূলত মুষ্টিমেয় কিছু স্বল্প মেধার ছাত্র নামধারী দলীয় সাহায্যপুষ্ট হয়ে বিশেষ করে ব্যক্তিস্বার্থে বা দলীয় আধিপত্য বিস্তারের জন্য সিংহভাগ সাধারণ ছাত্রছাত্রীদেরকে জিম্মী করে গোটা ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের বেড়াজালে আবদ্ধ করে অশান্ত করে তোলে। এটা কোনভাবেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য কাম্য হতে পারে না। সঠিক মেধা যাচাইয়ের মাধ্যমে শুধুমাত্র উচ্চ ও মধ্য মেধার ভিত্তিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রছাত্রী ভর্তি নিশ্চিত করতে পারলে ছাত্র উচ্ছৃংখলতা বহুলাংশে কমে যাবে আমার বিশ্বাস। কারণ মেধাবী ছাত্ররা শান্তিপূর্ণভাবে লেখাপড়া করতে চায়। এটা আমাদের সবার জানা আছে এবং অভিভাবক মহলও তা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে। সর্বোপরি দলীয় রাজনৈতিক মহলে সদিচ্ছা জাগ্রত হলেই শান্তিপূর্ণ শিক্ষার পরিবেশ ফিরে আসতে পারে এতে কোন সন্দেহ নেই।

শিক্ষক মহলের উচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিতকল্পে তাদেরও সক্রিয়ভাবে দলীয় রাজনীতির সাথে জড়িয়ে না পড়া। শিক্ষাদান প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে দলীয় প্রভাবমুক্ত হওয়া উচিত। নিষ্ক্রিয়ভাবে দলীয় রাজনীতির প্রতি তাদের আনুগত্য রাখার ব্যাপারে মূলত কোন বাধা নেই। শিক্ষিত সমাজ হিসেবে এটা তাদের পূর্ণ নাগরিক অধিকার। সক্রিয়ভাবে দলীয় রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়লে তারা চিহ্নিত হয়ে পড়েন এবং তাদের সমর্থনপুষ্ট দলীয় সরকারের পতনের ফলে তাদের ভাবমূর্তি বিঘ্নিত হয়ে পড়ে। কাজেই কোন শিক্ষকেরই এটা কাম্য হওয়া উচিত নয়। তাছাড়া দলীয় রাজনীতির সরকারী খবরদারীও চিরস্থায়ী হয় না। সুতরাং ছাত্র-শিক্ষক উভয়ই দলীয় রাজনীতির প্রতি নিষ্ক্রিয় সমর্থক হিসেবে ভূমিকা পালন করলে শিক্ষাঙ্গন দলীয় রাজনীতির প্রভাবমুক্ত থাকবে, সন্ত্রাসমুক্ত ক্যাম্পাস নিশ্চিত থাকবে, শিক্ষার পরিবেশ ফিরে আসবে, অভিভাবক মহলে আস্থা ও প্রশান্তি নিশ্চিত হবে এবং সর্বোপরি ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক অসম্মানকর মারমুখি না হয়ে শাশ্বত ঐতিহ্যে পরস্পর সম্মানজনক ও স্নেহপুষ্ট আধিক্যে ভরপুর হবে। একটা পবিত্র পরিবেশের সৃষ্টি হবে। ছাত্র, শিক্ষক ও শিক্ষার পবিত্রতম সমন্বয় সাধিত হবে।